

সমাস

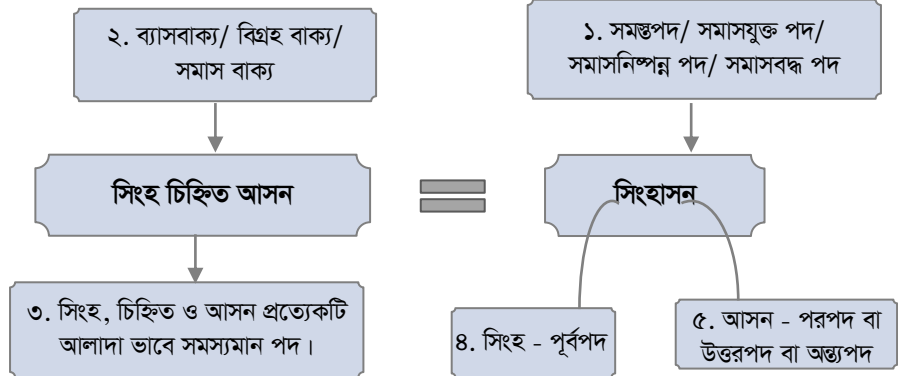
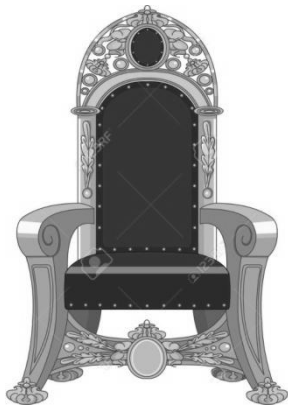
পরস্পর অর্থসঙ্গতি ও সম্বন্ধ বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যেমন: দেশের সেবা = দেশসেবা, বই ও পুস্তক = বইপুস্তক, নেই পরোয়া যার = বেপরোয়া। বাক্যে শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সমাসের সৃষ্টি।

সমাসের উদ্দেশ্য: বাক্যে পদের / শব্দের ব্যবহার সংক্ষেপ করা।

➤ সমাসের বৈশিষ্ট্য:

- ১। সমাসে পদের সঙ্গে পদের মিলন ঘটে।
- ২। সমাস দ্বারা দুই বা ততোধিক পদের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়।

➤ সমাসের উপাদান: সমাসের এই পাঁচটি অংশকে একত্রে বলা হয় প্রতীতি।



সমাসের প্রয়োজনীয়তা: সমাসের বহুবিধ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিচে পর্যায়ক্রমে তা দেওয়া হলো:

- ১। **ভাষা সংক্ষিপ্তকরণ:** সমাস শব্দের অর্থ সংক্ষেপকরণ। অর্থাৎ সমাস বাক্যের সংক্ষেপ সাধন করে। যেমন 'যাদের অনু নেই, তারাই দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়' এই বৃহৎ বাক্যটিকে সমাস সাধিত পদ ব্যবহার করে আমরা বলতে পারি 'নিরন্নরা প্রতি দ্বারে ঘুরে বেড়ায়'। অনুরূপ 'মাস্টার সাহেবের ঘরে আশ্রিত জামাই বাষ্প দ্বারা চালিত যানে ঢাকা গেলেন' না বলে সংক্ষিপ্তাকারে আমরা বলতে পারি, মাস্টার সাহেবের ঘরজামাই বাষ্পযানে ঢাকা গেলেন।
- ২। **নতুন শব্দ গঠন:** সমাস নতুন শব্দ গঠনের একটি অভিনব পদ্ধতি। যেমন: জায়া ও পতি দুটি শব্দের মিলনে সমাস সাধিত নতুন শব্দ দম্পতি।
- ৩। **ভাষার শ্রুতিমধুরতা বৃদ্ধি:** সমাস ভাষাকে শ্রুতিমধুর, প্রাজ্ঞ ও ছন্দোময় করে তোলে। যেমন 'রাজা সিংহ চিহ্নিত আসনে বসে আছেন' না বলে 'রাজা সিংহাসনে বসে আছেন' বললে বাক্যটি সুন্দর শোনায়।

৪। **তুলনাকরণ:** দুই পদের মধ্যে তুলনা বোঝাতেও সমাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন:

বিষাদ রূপ সিদ্ধু = বিষাদসিদ্ধু।

প্রেম রূপ দরিয়া = প্রেমদরিয়া।

৫। **সহচর শব্দ গঠন:** সমাসের মাধ্যমে সহচর শব্দ গঠিত হয়। যেমন:

সোনা ও রূপা = সোনারূপা।

এছাড়া সমাসের মাধ্যমে

অল্পকথায় ব্যাপকভাব প্রকাশ করা যায়।

সহজভাবে শব্দ উচ্চারণ করা যায়।

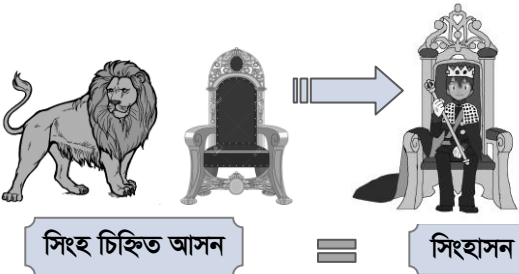
বক্তব্যকে সুন্দর, সংক্ষিপ্ত, সহজ, সরল, অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ করা যায়।

বাক্যকে গতিশীল করা যায়।

যেভাবে বইয়ে উপস্থাপন করা হয়
এবং স্যারেরা পড়ায়

ব্যাসবাক্য থেকে বা ব্যাস বাক্যকে কিভাবে একত্রিত করে সমাস নির্ণয় করা হয়?

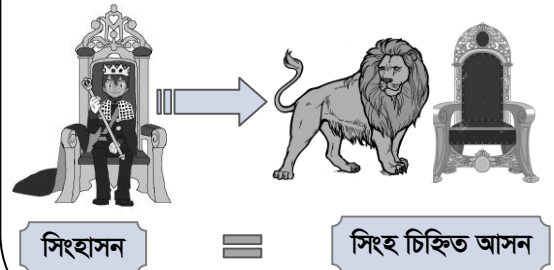
আলাদা আলাদা পদগুলোকে বিভিন্ন নিয়মের মধ্য দিয়ে একত্রিত করে বা সংক্ষেপ করে নতুন একটি পদ তৈরি হয় এবং সব বইয়ে সেইভাবে সূত্র প্রয়োগ করা আছে।



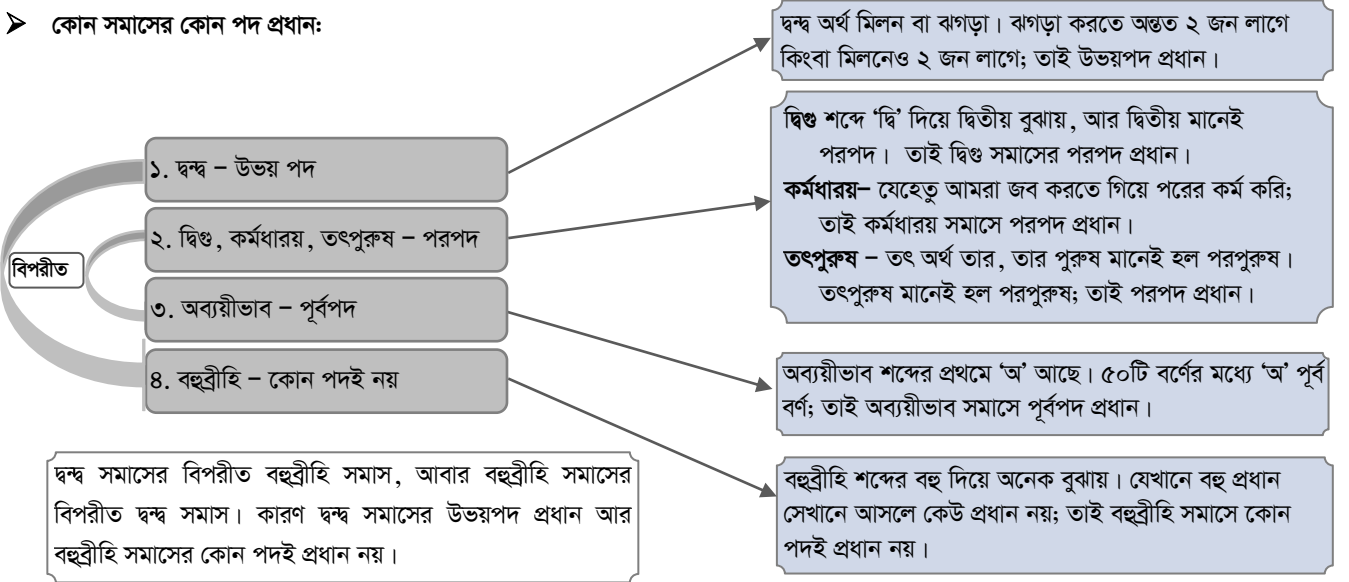
পরীক্ষায় যেভাবে আসে

পরীক্ষায় আসে তার ঠিক উল্টো। একটি সমাসবদ্ধ শব্দ দিয়ে বলবে যে এটি কোন সমাস? আমরা তখন ব্যাসবাক্য খোঁজার বা মনে করার চেষ্টায় থাকি। তখন আমরা অনেকেই পারি না। কারণ, আমরা ব্যাসবাক্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। পরীক্ষায় ব্যাসবাক্য থাকে না আর আমরা ব্যাসবাক্য দিয়েই সমাস নির্ণয় করে থাকি।

আচ্ছা বন্ধুরা যদি এমন হয় যে, সমস্ত পদ দেখে আমরা শিখে নিলাম যে সমাসবদ্ধ শব্দটি কোন কোন সমাস? পরীক্ষায় যেভাবে আসে বা আসবে সেভাবেই আমাদের পড়া উচিত। আর 'অভিযাত্রী' বইয়ে ঠিক সেভাবেই সমাস উপস্থাপন করা হয়েছে।



➤ কোন সমাসের কোন পদ প্রধান:



নিচের প্রশ্নটি লক্ষ করুন:

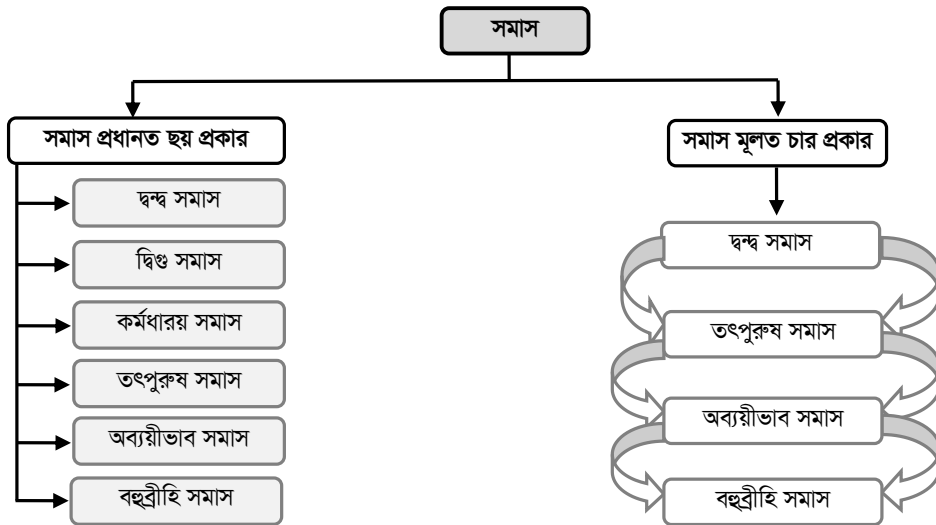
◆ নিচের কোন সমাসের পরপদ প্রধান?

- A. দ্বিগু B. কর্মধারয়
C. তৎপুরুষ D. অব্যয়ীভাব



এখানে Ans তৎপুরুষ হবে; কারণ অনেক ব্যাকরণবিদ দ্বিগু সমাস আছে তা মনেই করে না; তারা মনে করে দ্বিগু সমাসের সকল কাজ করা যায় কর্মধারয় সমাস দিয়ে, আবার কর্মধারয় সমাসের সকল কাজ করা যায় তৎপুরুষ সমাস দিয়ে। তাই সঠিক উত্তর হবে তৎপুরুষ সমাস।

➤ সমাসের প্রকারভেদ:



☞ দ্বন্দ্ব সমাস, দ্বিগু সমাস, কর্মধারয় সমাস, তৎপুরুষ সমাস, বহুব্রীহি সমাস, অব্যয়ীভাব সমাস এগুলো প্রধান সমাস। আর প্রাদি, নিত্য, অলুক ইত্যাদি অপ্রধান সমাস।

দ্বন্দ্ব সমাস

✍ দ্বন্দ্ব শব্দের দুটো অর্থ - সংঘাত ও মিলন। সমাসে দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ মিলন, জোড়া বা যুগল অর্থটাই গৃহীত হয়। আর দ্বন্দ্ব সমাস অর্থ মিলনের সমাস।

➤ **দ্বন্দ্ব সমাস:** যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন- তাল ও তমাল = তাল-তমাল, দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম। এখানে তাল ও তমাল এবং দোয়াত ও কলম প্রতিটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমস্ত পদে রক্ষিত হয়েছে।

→ দ্বন্দ্ব সমাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. এই সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ের অর্থের প্রাধান্য বজায় থাকে।
২. দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্যে ও, এবং, আর এই তিনটিমাত্র অব্যয়ের যে কোন একটি ব্যবহার করা হয়। যেমন: আয় ও ব্যয়; ভাল এবং মন্দ; চা আর বিস্কুট।
৩. সমস্ত পদে পূর্বপদ ও পরপদের মাঝে হাইফেন ব্যবহৃত হয়।
৪. পদ দুটি সমান বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে।
৫. দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্ত পদে অল্পস্বর বিশিষ্ট শব্দ পূর্বে বসে। যেমন: সাত-সতের, ধুতি-চাদর ইত্যাদি।
৬. সমস্ত পদে অপেক্ষাকৃত সম্মানিত বা স্ত্রীবাচক পদ পূর্বে বসে। যেমন: শিক্ষক-ছাত্র, মা-বাবা ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাস নয় যে কারণে

বড় ভাই

এখানে বড়কে না বুঝিয়ে ভাইকেই ইঙ্গিত করে বুঝানো হচ্ছে।

চালাক চতুর

যিনি চালাক তিনিই চতুর অর্থাৎ একই ব্যক্তিকেই বুঝানো হচ্ছে।

নীল আকাশ

এখানে নীলকে না বুঝিয়ে আকাশকেই ইঙ্গিত করে বুঝানো হচ্ছে। আমরা নীলকে দেখে আকাশ বলি না; আকাশকে দেখেই নীল বলি। পরপদ 'আকাশ' প্রধান্য পাচ্ছে পূর্বপদ 'নীল' নয়।

জজ সাহেব

যিনি জজ তিনিই সাহেব অর্থাৎ একই ব্যক্তিকেই বুঝানো হচ্ছে।

দ্বন্দ্ব সমাস যে কারণে

ভাই বোন

এখানে শুধু ভাইকেই নয় একই সাথে বোনকেও ইঙ্গিত করা হচ্ছে; ভাই ও বোন দুজনেরই প্রধান্য থাকছে।

মনে রাখবে বন্ধুরা পূর্বপদ ও পরপদ দিয়ে অবশ্যই আলাদা দুটি ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝাবে। পূর্বপদ দিয়ে একজনকে বুঝাবে আবার পরপদ দিয়ে অন্য একজনকে বুঝাবে। ভাই ও বোন আলাদা দুজন ব্যক্তি।

পূর্বপদ ও পরপদ দুটিরই প্রধান্য থাকছে। ভাই ও বোনের মধ্যে কাউকে প্রধান্য কম দিয়ে নয়; উভয়ই প্রধান্য পাচ্ছে।

মা বাবা

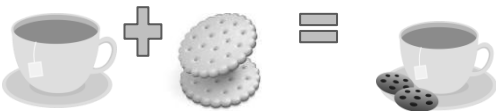
এখানে শুধু মাকেই নয় একই সাথে বাবাকেও ইঙ্গিত করা হচ্ছে; মা ও বা দুজনেরই প্রধান্য থাকছে এবং এরা আলাদা দুজন ব্যক্তি।

আশা করি এবার তোমরা দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাপারটা বুঝতে সক্ষম হয়েছ।

দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণিবিভাগ

→ দ্বন্দ্ব সমাস যে কয়েক প্রকারে সাধিত হয়:

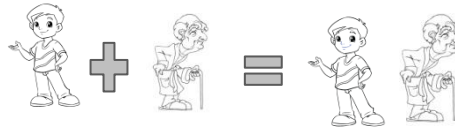
০১. মিলনার্থক শব্দযোগে: মা-বাবা, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি, চা-বিস্কুট ইত্যাদি।



০২. বিরোধার্থক শব্দযোগে: দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি।



০৩. বিপরীতার্থক শব্দযোগে: আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান ইত্যাদি।



০৪. সমার্থক শব্দযোগে: হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, খাতা-পত্র ইত্যাদি।



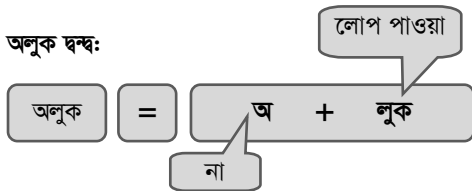
০৫. সম্বন্ধবাচক দ্বন্দ্ব সমাস: যে দ্বন্দ্ব সমাসে সম্বন্ধ বুঝায় তাকে সম্বন্ধবাচক দ্বন্দ্ব সমাস শব্দ বলে। যেমন: জায়া ও পতি = দম্পতি,
মাতা ও পিতা = মাতা-পিতা, ভাই ও বোন = ভাই-বোন



৮৮ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আরও কিছু দ্বন্দ্ব সমাস:

প্রকারভেদ	উদাহরণ
০৬ অঙ্গবাচক শব্দযোগে	হাত-পা নাক-কান বুক-পিঠ মাথা-মুণ্ড নাক-মুখ
০৭ সংখ্যাবাচক শব্দযোগে	সাত-পাঁচ নয়-ছয় সাত-সতের উনিশ-বিশ
০৮ প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে	কাপড়-চোপড় পোকা-মাকড় দয়া-মায়া ধুতি-চাদর
০৯ দুটো সর্বনামযোগে	যা-তা যে-সে যথা-তথা তুমি-আমি এখানে-সেখানে
১০ দুটো ক্রিয়াযোগে	দেখা-শোনা যাওয়া-আসা চলা-ফেরা দেওয়া-নেওয়া
১১ দুটো ক্রিয়া বিশেষণযোগে	ধীরে-সুস্থে আগে-পাছে আকারে-ইঙ্গিতে
১২ দুটো বিশেষণযোগে	ভাল-মন্দ কম-বেশি আসল-নকল বাকি-বকেয়া

১৩. অলুক দ্বন্দ্ব:



অলুক অর্থ যা লোপ পায় না।
অলুক হচ্ছে বিভক্তিয়ুক্ত নাম শব্দ।
আর প্রাতিপদিক হচ্ছে বিভক্তিহীন নাম শব্দ।

✍ এখন প্রশ্ন হল কী লোপ পায় না.....? উত্তর হবে বিভক্তি লোপ পায় না।

✍ আবার প্রশ্ন হল কোথাকার বিভক্তি লোপ পায় না....? উত্তর হবে ব্যাসবাক্যের বিভক্তি সমস্ত পদে এসে লোপ পাবে না।

যেমন- দেশে ও বিদেশে = দেশে-বিদেশে। এখানে দেশে পূর্বপদ আর বিদেশে হল পরপদ। দেশে ও বিদেশে পদের সাথে এ বিভক্তি যুক্ত আছে এবং তা সমস্তপদে এসে লোপ পায় নি।

→ অন্যভাবে বলা যায় যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন-

মায়ে ও ঝিয়ে = মায়ে-ঝিয়ে
পথে ও প্রস্তরে = পথে-প্রস্তরে
হাতে ও পায়ে = হাতে-পায়ে
ঘরে ও বাইরে = ঘরে-বাইরে
দুধে ও ভাতে = দুধে-ভাতে
জলে ও স্থলে = জলে-স্থলে
হাটে ও বাজারে = হাটে-বাজারে
দেশে ও বিদেশে = দেশে-বিদেশে
হাতে ও কলমে = হাতে-কলমে

দ্বন্দ্ব সমাস	অলুক দ্বন্দ্ব
হাত ও পা = হাত-পা	হাতে ও পায়ে = হাতে-পায়ে
দুধ ও ভাত = দুধ-ভাত	দুধে ও ভাতে = দুধে-ভাতে
হাট ও বাজার = হাট-বাজার	হাটে ও বাজারে = হাটে-বাজারে
দেশ ও বিদেশ = দেশ-বিদেশ	দেশে ও বিদেশে = দেশে-বিদেশে

✍ কিন্তু ছেলে ও মেয়ে = ছেলে-মেয়ে অলুক দ্বন্দ্ব হবে না। কারণ ছেলে ও মেয়ে শব্দে বিভক্তি নেই। এটা স্বাভাবিকভাবে কেবল দ্বন্দ্ব সমাস হবে।

১৪. সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাস: একাধিক পদের একত্র অবস্থানে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন:
কালি ও কলম = কালি-কলম, লতা ও পাতা = লতা-পাতা

১৫. একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস: যে দ্বন্দ্ব সমাসে প্রধান পদটি অবশিষ্ট থেকে অন্য পদের লোপ হয় এবং শেষ পদ অনুসারে যখন শব্দের রূপ নির্ধারিত হয় তখন তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। যেমন: সে ও তুমি = তোমরা, সে, তুমি ও আমি = আমরা

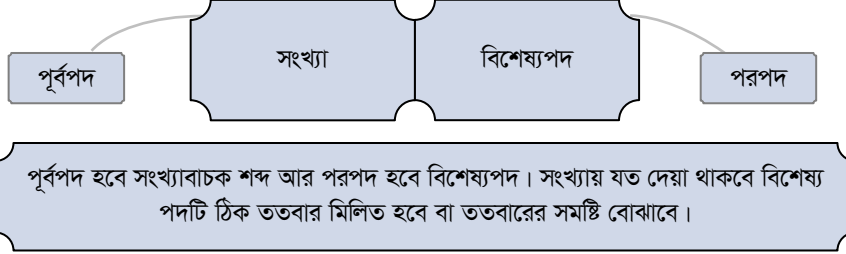
১৬. বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস: তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন :
সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ ইত্যাদি।

→ নিচে আরও কিছু দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ দেয়া হল:

আলো ও ছায়া = আলোছায়া
কুশ ও লব = কুশীলব
মাঠ ও ঘাট = মাঠ-ঘাট
বেশ ও ভূষা = বেশ-ভূষা
আমি, তুমি ও সে = আমরা
চর্ব্য ও চোষ্য = চর্ব্য-চোষ্য
শাক ও সবজি = শাক-সবজি
তাল ও তমাল = তাল-তমাল
জন ও মানব = জন-মানব

দ্বিগু সমাস

☞ দ্বিগু শব্দের প্রথমে 'দি' আছে। 'দি' অর্থ দুই; যা একটি সংখ্যা। অতএব এই সমাসে পূর্বপদ হবে অবশ্যই কোন না কোন সংখ্যা। বন্ধুরা পূর্বপদ যদি কোন সংখ্যা হয় এবং পরপদের ততবার মিলিত হয়েছে বুঝায় তবে তা কোন চিন্তা ছাড়াই দ্বিগু সমাস হবে।



চারটি রাস্তার মোড়কে
বোঝানো হয়েছে

চারটি রাস্তা আলাদা
করে নয়



টো (চার) রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা

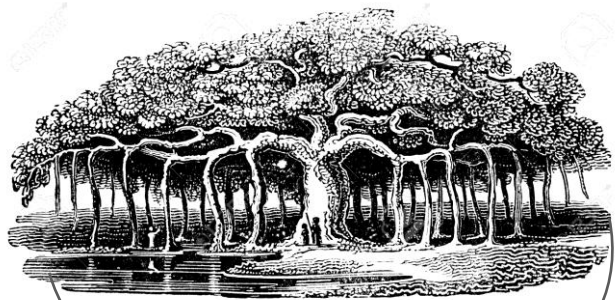
➤ **দ্বিগু সমাস:** দ্বিগু শব্দের অর্থ সমাহার বা সমষ্টি। সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় এবং পরপদ প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

☞ দ্বিগু সমাসের প্রথম পদটি সংখ্যাবাচক হয় এবং পরপদটি হবে বিশেষ্য। সমস্তপদটি দ্বারা সমষ্টি বা সমাহার বোঝায় এবং সমস্তপদটি একটি বিশেষ্য পদ হয়। যেমন- তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, চৌ(চার) রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা। এখানে পরপদ 'কাল' এবং সমস্তপদ 'ত্রিকাল' দুটোই বিশেষ্য আবার পরপদ 'রাস্তা' এবং সমস্তপদ 'চৌরাস্তা' দুটোই বিশেষ্যপদ।

→ নিচে আরও কিছু দ্বিগু সমাসের উদাহরণ দেয়া হল:

দু' আনার সমাহার	= দু'আনি
তে (তিন) মাথার সমাহার	= তেমাথা
ত্রি (তিন) ফলার সমাহার	= ত্রিফলা
ত্রি (তিন) পদের সমাহার	= ত্রিপদী
ত্রি (তিন) রত্নের সমাহার	= ত্রিরত্ন
ত্রি (তিন) লোকের সমাহার	= ত্রিলোক
ত্রি (তিন) ভুবনের সমাহার	= ত্রিভুবন
চৌ (চার) চিরের সমাহার	= চৌচির
চতুঃ (চার) পদের সমাহার	= চতুষ্পদী
চৌ (চার) রাস্তার সমাহার	= চৌরাস্তা
চৌ (চার) কাঠের সমাহার	= চৌকাঠ
পাঁচ সেরের সমাহার	= পসুরি
সপ্ত অহের সমাহার	= সপ্তাহ
শত অন্দের সমাহার	= শতাব্দী
চতুর্দশ পদের সমাহার	= চতুর্দশপদী
দশ চক্রের সমাহার	= দশচক্র
শত বর্ষের সমাহার	= শতবার্ষিকী
নব (নয়) রত্নের সমাহার	= নবরত্ন

ব্যাসবাক্যে থাকলে	সমস্ত পদে হবে
আনা	আনি
পদ	পদী
সের	সুরি
অন্	অব্দী
বর্ষ	বার্ষিকী
বট	বটী
নদী	নদ



পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী

→ নিপাতনে সিদ্ধ দ্বিগু সমাস আছে ২টি:

পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী
পঞ্চ নদীর সমাহার = পঞ্চনদ

কর্মধারয় সমাস



বড় ভাই

এখানে বড়কে না বুঝিয়ে ভাইকেই ইঙ্গিত করে বুঝানো হচ্ছে। বড় ভাই বলতে বয়সে বড় এমন কোন ভাইকে বুঝানো হয়েছে। পরপদ 'ভাই' প্রধান্য পাচ্ছে, পূর্বপদ 'বড়' নয়। আবার পূর্বপদ বিশেষণ, পরপদ বিশেষ্য। তাই 'বড় ভাই' কর্মধারয় সমাস।



নীল আকাশ

এখানে নীলকে না বুঝিয়ে আকাশকেই ইঙ্গিত করে বুঝানো হচ্ছে। আমরা নীলকে দেখে আকাশ বলি না; আকাশকে দেখেই নীল বলি। পরপদ 'আকাশ' প্রধান্য পাচ্ছে পূর্বপদ 'নীল' নয়। আবার পূর্বপদ বিশেষণ, পরপদ বিশেষ্য। তাই 'নীল আকাশ' কর্মধারয় সমাস।



নীল পদ্ম

এখানে নীলকে না বুঝিয়ে পদ্মকেই ইঙ্গিত করে বুঝানো হচ্ছে। আমরা নীলকে দেখে পদ্ম বলি না; পদ্মকে দেখেই নীল বলি। পরপদ 'পদ্ম' প্রধান্য পাচ্ছে পূর্বপদ 'নীল' নয়। আবার পূর্বপদ বিশেষণ, পরপদ বিশেষ্য। তাই 'নীল পদ্ম' কর্মধারয় সমাস।



চালাক চতুর

যিনি চালাক তিনিই চতুর অর্থাৎ একই ব্যক্তিকেই বুঝানো হচ্ছে। তাই 'চালাক চতুর' কর্মধারয় সমাস।



জজ সাহেব

যিনি জজ তিনিই সাহেব অর্থাৎ একই ব্যক্তিকেই বুঝানো হচ্ছে। তাই 'জজ সাহেব' কর্মধারয় সমাস।



কাঁচামিঠা

একটি আম কাচাও হতে পারে আবার মিঠাও হতে পারে। শব্দ দুটি আলাদা হলেও একই জিনিসকে বুঝানো হচ্ছে। তাই 'কাঁচা মিঠা' কর্মধারয় সমাস।

কর্মধারয় সমাস: যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন- নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম, যে শান্ত সেই শিষ্ট = শান্তশিষ্ট, যা কাঁচা তা-ই মিঠা = কাঁচামিঠা।

➔ কর্মধারয় সমাসের বৈশিষ্ট্য:

০১. কর্মধারয় সমাসে সাধারণত বিশেষণ পদটি আগে বসে।
০২. ব্যাসবাক্যে সাধারণত যে/ যা/ যিনি অথবা ন্যায়/ মত/ রূপ ইত্যাদি থাকে।
০৩. সমস্তপদ দ্বারা সাধারণত কোনো গুণ বোঝায়।

➔ কর্মধারয় সমাসের গঠন-প্রক্রিয়া: কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়ে থাকে। যেমন:

- দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালে। যেমন - যে চালাক সেই চতুর = চালাক - চতুর। এখানে 'চালাক' এবং 'চতুর' আলাদাভাবে দুটোই বিশেষণপদ আর 'চালাক-চতুর' একসাথে বিশেষ্যপদ।
- দুটি বিশেষ্য পদে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে। যেমন - যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজ সাহেব।

গ. কার্যে পরম্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন - আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা।

ঘ. পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে সেটি পুরুষবাচক হয়। যেমন - সুন্দরী যে লতা = সুন্দর লতা, মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি ইত্যাদি।

ঙ. বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে, 'মহৎ' ও 'মহান' স্থানে 'মহা' হয়। যেমন - মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান, মহান যে নবী = মহানবী ইত্যাদি।

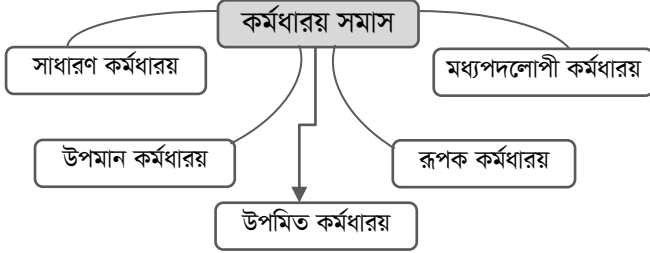
চ. পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে 'কু' স্থানে 'কদ' হয়। যেমন - কু যে অর্থ = কদর্থ, কু যে আচার = কদাচার ইত্যাদি। কিন্তু পরপদে যদি 'পুরুষ' শব্দ থাকে, তাহলে 'কু' স্থলে 'কা' হয়। যেমন - কু যে পুরুষ = কাপুরুষ।

ছ. পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে 'রাজ' হয়, যেমন - মহান যে রাজা = মহারাজ।

জ. বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে, বিশেষ্য আগে যায়। যেমন - সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ, অধম যে নর = নরাদম ইত্যাদি।

→ কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ:

কর্মধারয় সমাস নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকারের হয়ে থাকে

কর্মধারয় সমাসের সকল উদাহরণের পূর্বপদ ও পরপদ
নিচের কোনো-না-কোনোটর মতো হয়ে থাকে

গঠন	উদাহরণ
ক. বিশেষণ + বিশেষ্য	খাসমহল, কাঁচকলা
খ. বিশেষণ + বিশেষণ	কাঁচাপাকা, চালাকচতুর
গ. বিশেষ্য + বিশেষণ	ঘনশ্যাম, গোলাপলাল
ঘ. বিশেষ্য + বিশেষ্য	খাসাহেব, ঠাকুরমশাই

ওপরের সমস্ত উদাহরণই কর্মধারয় সমাসের দৃষ্টান্ত।

সাধারণ কর্মধারয় সমাস

মধ্যপদলোপী, উপমান, উপমিত, রূপক কর্মধারয় সমাস ছাড়া অন্যান্য কর্মধারয় সমাসকে সাধারণ কর্মধারয় সমাস বলে। সমাসবদ্ধ শব্দে বিশেষ্য ও বিশেষণের অবস্থানগত পার্থক্য নির্দেশ করে। সাধারণ কর্মধারয় সমাসের কিছু উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

বিশেষণ + বিশেষ্য		সহজসরল	সাদাকালো	লিঙ্গসজল	হৃষ্টপুষ্ট
কাচা যে কলা = কাঁচকলা	দুঃ যে শাসন = দুঃশাসন	বিশেষ্য + বিশেষণ			
দুঃ যে অবস্থা = দুরবস্থা	মহৎ যে আত্মা = মহাত্মা	সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ			
রাঙা যে মাটি = রাঙামাটি	প্রিয় যে সখা = প্রিয়সখা	বাটা যে হলুদ = হলুদবাটা			
ভূ যে মণ্ডল = ভূমণ্ডল	খাস যে মহল = খাসমহল	এ-রকম :			
কাঁচা যে কলা = কাঁচকলা	ডুবো যে জাহাজ = ডুবোজাহাজ	নরাধম	মাছভাজা	চালভাজা	পটলভাজা
জঙ্গী যে বিমান = জঙ্গীবিমান	কাল যে সাপ = কালসাপ	নরোত্তম	বেগুনপোড়া	লঙ্কাবাটা	
এ-রকম:		বিশেষ্য + বিশেষ্য			
ঝরাপাতা	মহানগর	যিনিই দাদা তিনিই ভাই = দাদাভাই			
কুশাসন	ক্ষুধিত পাষণ	যিনিই মৌলভি তিনিই সাহেব = মৌলভিসাহেব			
খাস-কামর	সুখ্যাতি	যিনি ডাক্তার তিনিই সাহেব = ডাক্তার সাহেব			
		যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি			
		এ-রকম:			
		খোকাবাবু	খাসাহেব	গোলাপফুল	ভুলোক
		গুরুদেব	গিল্লিমা	ঠাকুরদাদা	ডাক্তারসাহেব
		ঢাকানগরী	শুকতারা	দাদাশুশুরু	দেবর্ষি
		ঠাকুরমশাই	লাটসাহেব	জ্ঞাতিশত্রু	জজসাহেব
বিশেষণ + বিশেষণ					
যে চালাক সেই চতুর = চালাকচতুর	যিনি সুস্থ তিনিই সবল = সুস্থসবল				
যা হুঁস্ট তাই পুষ্ট = হুঁস্টপুষ্ট	যা ক্ষত তাই বিক্ষত = ক্ষতবিক্ষত				
যা কাঁচা তাই মিঠা = কাঁচামিঠা	যা টক তাই ঝাল = টকঝাল				
এ-রকম :					
অশ্লুমধুর	কঠিনকোমল	কঁচাপাকা	গরমভাজা		
গণ্যমান্য	গুরুমশাই	গাঢ়নীল	দীনহীন		
বাঁধাধরা	ভীষণসুন্দর	মিঠেকড়া	মোটাভাজা		

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস

যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। মনে রাখবে ব্যাসবাক্যের পূর্বপদ ও পরপদ ছাড়া বাকি সব লোপ পাবে। যেমন: হাঁস চিহ্নিত মার্কা = হাঁসমার্কা।

→ নিচে আরও কিছু মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ দেয়া হল:

চালে জনানো কুমড়া = চালকুমড়া	ধর্ম রক্ষার্থে ঘট = ধর্মঘট	হাতে পরার ঘড়ি = হাতঘড়ি
মৌ আশ্রিত মাছি = মৌমাছি	জীবন রক্ষার্থে বীমা = জীবনবীমা	ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই
প্রাণ যাওয়ার ভয় = প্রাণভয়	হাটু পরিমাণ জল = হাটুজল	বট নামক বৃক্ষ = বটবৃক্ষ
ধর্ম বিহিত কার্য = ধর্মকার্য	শিক্ষা বিষয়ক নীতি = শিক্ষানীতি	এক অধিক দশ = একাদশ
জ্যোৎস্না শোভিত রাত = জ্যোৎস্নারাত	বাপ্প চালিত যান = বাপ্পযান	এক অধিক বিংশতি = একবিংশতি
ভিক্ষায় লব্ধ অন্ন = ভিক্ষান্ন	বৌ পরিবেশন করা ভাত = বৌ-ভাত	ষট অধিক দশ = ষোড়শ
সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন	পল মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন	চিনি উৎপাদনের কল = চিনিকল
মোম নির্মিত বাতি = মোমবাতি	রাষ্ট্র বিষয়ক নীতি = রাষ্ট্রনীতি	হাতে চালিত পাখা = হাতপাখা

উপমান, উপমিত এবং রূপক কর্মধারয় সমাস

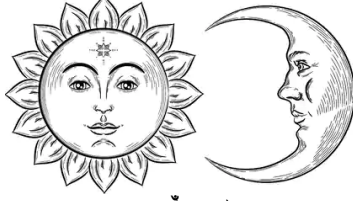
উপমান কর্মধারয়



ভ্রমর কালো

ভ্রমর দেখতে কালো রঙেরই হয়। তাই 'ভ্রমর' এর সাথে 'কালো'র সম্পর্ক সত্য। আবার পূর্বপদ 'ভ্রমর' বিশেষ্যপদ আর পরপদ 'কালো' যেহেতু ভ্রমর এর রঙ বা অবস্থা বুঝায় তাই 'কালো' বিশেষণপদ। সহজ কথায় পূর্বপদের সাথে পরপদের সম্পর্ক সত্য হলে উপমান কর্মধারয় সমাস হবে।

উপমিত কর্মধারয়



চাঁদ মুখ

মুখ দেখতে কখনোই চাঁদের মত হয় না। তাই মুখ এর সাথে চাঁদের সম্পর্ক মিথ্যা। আবার পূর্বপদ 'চাঁদ' এবং পরপদ 'মুখ' দুটোই বিশেষ্যপদ। সহজ কথায় পূর্বপদের সাথে পরপদের সম্পর্ক মিথ্যা হলেই উপমিত কর্মধারয় সমাস হবে।

এখানে চাঁদের সৌন্দর্যের সাথে মুখের সৌন্দর্যের তুলনা করা হয়। মুখের সাথে চাঁদের সৌন্দর্য নয়।

রূপক কর্মধারয়



জীবন প্রদীপ

মানুষের জীবন প্রদীপের মতই। প্রদীপ জলন্ত অবস্থায় যে কোন মুহূর্তে নিভে যেতে পারে, মানুষও বেঁচে থাকা অবস্থায় প্রদীপের মতো নিভে অর্থাৎ মারা যেতে পারে। এটিই হল পূর্বপদের সাথে পরপদের অভিন্ন সম্পর্ক।

'জীবন' অদৃশ্যমান আর 'প্রদীপ' দৃশ্যমান। সহজ কথায় পূর্বপদ অদৃশ্যমান আর পরপদ দৃশ্যমান হলেই রূপক কর্মধারয় সমাস হবে।

উপমান

N + A

পূর্বপদ বিশেষ্য এবং
পরপদ বিশেষণ হবে।

তুমার শুভ্র

N A

তুমার শীতল

N A

মেঘ কালো

N A

ভ্রমর কালো

N A

ভ্রমর কৃষ্ণ

N A

অরুণ রাঙা

N A

কাজল কালো

N A

বক ধার্মিক

N A

গজ মূর্খ

N A

উপমানে

পূর্বপদ ও পরপদের
সম্পর্ক সত্য হবে।
তুমার দেখতে শুভ্র-
ই হয়; এবং তা
সত্য। একইভাবে
সকল উদাহরণগুলো
সত্য।

উপমিত

N + N

পূর্বপদ বিশেষ্য এবং
পরপদও বিশেষ্য।

পুরুষ সিংহ

N N

চাঁদ মুখ

N N

বাহু লতা

N N

অধর পল্লব

N N

ফুল কুমারী

N N

কর পল্লব

N N

কর কমল

N N

চরণ পদ্ম

N N

নয়ন পদ্ম

N N

রূপক

N + N

রূপক-এ
পূর্বপদ অদৃশ্যমান
এবং পরপদ
দৃশ্যমান হবে।
মন পূর্বপদটি
অদৃশ্যমান এবং
মাঝি পরপদটি
দৃশ্যমান।
একইভাবে সকল
উদাহরণগুলোর
পূর্বপদটি
অদৃশ্যমান এবং
পরপদটি দৃশ্যমান
হবে।

পূর্বপদ বিশেষ্য এবং
পরপদও বিশেষ্য।

মন মাঝি

N N

জীবন প্রদীপ

N N

প্রাণ পাখি

N N

জ্ঞান বৃক্ষ

N N

বিষাদ সিন্ধু

N N

সুখ সাগর

N N

জীবন তরী

N N

দেশ মাতৃকা

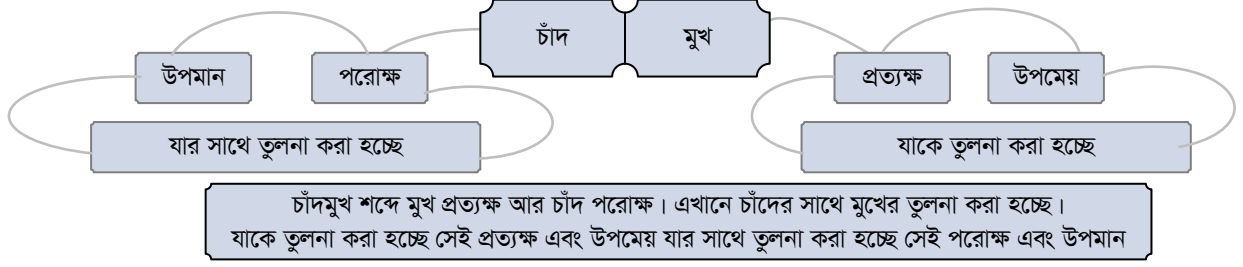
N N

বিদ্যা ধন

N N

উপমিত-তে

পূর্বপদ ও পরপদের
সম্পর্ক মিথ্যা হবে।
পুরুষ কখনো সিংহ
হয় না; এবং তা
মিথ্যা। একইভাবে
সকল উদাহরণগুলোর
সম্পর্ক মিথ্যা।



উপমান কর্মধারয় সমাস

উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা থাকলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। উপমান ও উপমেয়-এর একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে।

ব্যাসবাক্য: পূর্বপদ ও পরপদের মাঝে 'ন্যায়' শব্দটি বসবে। সহজ কথায় সম্পর্ক সত্য হলে পূর্বপদ ও পরপদের মাঝে কেবল 'ন্যায়' বসবে।

তুষারের ন্যায় শীতল	=	তুষারশীতল
কাজলের ন্যায় কালো	=	কাজলকালো
অরুণের ন্যায় রাঙা	=	অরুণরাঙা
বকের ন্যায় ধার্মিক	=	বকধার্মিক
কুসুমের ন্যায় কোমল	=	কুসুমকোমল
গজের ন্যায় মূর্খ	=	গজমূর্খ
বিড়ালের ন্যায় তপস্বী	=	বিড়ালতপস্বী
ঘনের ন্যায় শ্যাম	=	ঘনশ্যাম
শশকের ন্যায় ব্যস্ত	=	শশব্যস্ত
মিশির ন্যায় কালো	=	মিশিকালো
গো-র ন্যায় বেচারি	=	গো-বেচারি

এরূপ:

কচুকাটা	অগ্নিশর্মা	গোবেচারি
দুদ্ধধবল	ধনুকবাঁকা	নিমতেতো
প্রস্তরকঠিন	হস্তিমূর্খ	বরফসাদা
বজ্রকঠিন	বজ্রকঠোর	লৌহকঠিন
শিশির নিষ্ক	সিন্দুররাঙা	

- শশক অর্থ খরগোশ। শশব্যস্ত অর্থ অতি ব্যস্ত। শশক বা খরগোশ সবসময়ই ব্যস্ত থাকে।
- গজ অর্থ হাতি আর গজমূর্খ অর্থ হাতির ন্যায় মূর্খ।
- গো অর্থ গরু আর বেচারি অর্থ নিরীহ লোক। আর গো-বেচারি বা বেচারি অর্থ গরুর ন্যায় নিরীহ লোক।
- ঘন অর্থ মেঘ আর শ্যাম অর্থ কালো রঙ; মেঘের কালো রঙই হল ঘনশ্যাম বা মেঘকালো।
- বিড়ালতপস্বী ও বকধার্মিক অর্থ ভগু বা প্রভাবক।
- মিশিকালো অর্থ মিশিমিশি বা ঘোর কালো বা অনেক বেশি কালো রঙ।
- কচুকাটা অর্থ নির্মমভাবে ধ্বংস করা।

উপমিত কর্মধারয় সমাস

সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে।

ব্যাসবাক্য: এখানে পূর্বপদ ও পরপদের মধ্যে যেটি পরোক্ষ তার পরই 'ন্যায়' বসবে। সহজ কথায় সম্পর্ক মিথ্যা হলে পরোক্ষের পরে 'ন্যায়' বসবে। উপমিত কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্য দুইভাবে হয়।

'চাঁদমুখ' = চাঁদের ন্যায় মুখ বা মুখ চাঁদের ন্যায়।
দুটো ব্যাসবাক্যে পরোক্ষ চাঁদের পরেই 'ন্যায়' বসছে।

নিচের প্রত্যেকটি উদাহরণেই দুটি ব্যাসবাক্য হবে:

চাঁদের ন্যায় মুখ	=	চাঁদমুখ
মুখ চাঁদের ন্যায়		
সিংহের ন্যায় পুরুষ	=	পুরুষ সিংহ
পুরুষ সিংহের ন্যায়		
কমলের ন্যায় কর	=	করকমল
কর কমলের ন্যায়		
ফুলের ন্যায় কুমারী	=	ফুলকুমারী
কুমারী ফুলের ন্যায়		
পল্লবের ন্যায় কর	=	করপল্লব
কর পল্লবের ন্যায়		
লতার ন্যায় বাহু	=	বাহুলতা
বাহু লতার ন্যায়		
চন্দ্রের ন্যায় মুখ	=	মুখচন্দ্র
মুখ চন্দ্রের ন্যায়		
পল্লবের ন্যায় অধর	=	অধরপল্লব
অধর পল্লবের ন্যায়		

এরূপ:

চরণকমল	চরণপদ্ম	চাঁদবদন
নয়নপদ্ম	মুখপদ্ম	সোনামুখ
হাঁড়িমুখ		

- কর অর্থ হাত, পল্লব অর্থ গাছের পাতা, কমল অর্থ পদ্ম, অধর অর্থ ঠোঁট।
- 'করকমল' অর্থ পদ্মের ন্যায় হাত।
- 'করপল্লব' অর্থ পাতার ন্যায় হাত।
- 'অধরপল্লব' অর্থ পাতার ন্যায় ঠোঁট।

রূপক কর্মধারয় সমাস

উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে রূপক কর্মধারয় সমাস হয়। এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে যা বাস্তবে অদৃশ্যমান এবং উপমান পদ পরে বসে যা বাস্তবে দৃশ্যমান। সমস্যমান পদে 'রূপ' অথবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়।

ব্যাসবাক্য: পূর্বপদ ও পরপদের মাঝে 'রূপ' শব্দটি বসবে। সহজ কথায় পূর্বপদ অদৃশ্যমান আর পরপদ দৃশ্য মান হলে পূর্বপদ ও পরপদের মাঝে 'রূপ' বসবে।

জীবন রূপ প্রদীপ	=	জীবন প্রদীপ
বিষাদ রূপ সিন্ধু	=	বিষাদসিন্ধু
মন রূপ মাঝি	=	মনমাঝি
প্রাণ রূপ পাখি	=	প্রাণপাখি
বিদ্যা রূপ সাগর	=	বিদ্যাসাগর
মোহ রূপ নিদ্রা	=	মোহনিদ্রা
শোক রূপ অনল	=	শোকানল
প্রেম রূপ ডোর	=	প্রেমডোর
ভব রূপ নদী	=	ভবনদী
সুখ রূপ সাগর	=	সুখসাগর
দিল রূপ দরিয়া	=	দিলদরিয়া

এরূপ:

কালসর্প	কথামৃত	কালচক্র
কালশ্রোত	ক্রোধানল	জীবনতরী
জ্ঞানালাকে	দেহপিঞ্জর	জ্ঞানবৃক্ষ
দেশমাতৃকা	প্রাণবায়ু	বচনামৃত
বিদ্যাধন	বিদ্যারত্ন	ভক্তিসুধা
ভবসিন্ধু	মনবিহঙ্গ	শোকসিন্ধু
সংসারসমুদ্র	হৃদয়পদ্ম	হৃদয়পিঞ্জর

- পিঞ্জর অর্থ খাঁচা।
- ক্রোধ অর্থ রাগ আর অনল অর্থ আগুন। ক্রোধানল অর্থ ক্রোধের তেজ বা দাহ বা আগুন; প্রচণ্ড ক্রোধ।
- দিল অর্থ মন আর দরিয়া অর্থ সাগর।
- শোক অর্থ মানসিক আঘাত আর সিন্ধু অর্থ সাগর।
- কালসর্প অর্থ বিষধর সাপ।

অব্যয়ীভাব সমাস

অব্যয়ীভাব সমাস পড়ার পূর্বে অব্যয় কি সেটা একটু জেনে নিন।

- অব্যয় = নব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়।
- অব্যয় শব্দের সাথে কোনো বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না
- যেগুলো এক বচন বা বহু বচন হয় না এবং
- যেগুলোর স্ত্রী বা পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না।

অতএব ব্যাকরণের এমন যা যা আছে যে পরিবর্তন হয় না তা-ই অব্যয়। তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে, যত উপসর্গ আছে তার কোনটিই পরিবর্তন হয় না; তাই প্রত্যেকটি উপসর্গ এক একটি অব্যয়। সহজ কথায় পূর্বপদে উপসর্গ থাকলে তা চিন্তা ছাড়া অব্যয়ীভাব সমাস হবে।

বিশেষ করে সংস্কৃত উপসর্গ গুলো একটু বেশি ব্যবহৃত হয়। অব্যয়ীভাব সমাস পড়ার পূর্বে উপসর্গগুলো একবার পড়ে নেবে। তারপর এখানে এসে সমাসটির পূর্ব পদে উপসর্গ আছে কিনা তা মিলিয়ে দেখবেন।

মনে রাখবেন, ব্যাকরণ শিক্ষা দেয়া আমার মূল উদ্দেশ্য নয় আপনার পরীক্ষায় যে প্রশ্ন আসবে সেটির সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন কিনা সেটি আমার মূল উদ্দেশ্য।

৮ অব্যয়ীভাব সমাস: পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিম্নলিখিত সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

→ অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন : জানু পর্যন্ত লম্বিত (পর্যন্ত শব্দের অব্যয় 'আ' = আজানুলম্বিত (বাহু), মরণ পর্যন্ত = আমরণ। সামীপ্য (নৈকট্য), বিপ্সা (পৌনঃপুনিকতা), পর্যন্ত, অভাব, অনতিক্রম্যতা, সাদৃশ্য, যোগ্যতা প্রভৃতি নানা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়।

→ নিচের উদাহরণগুলোতে অব্যয়ীভাব সমাস ব্যাখ্যা করা হল।

অব্যয়ীভাব সমাস		যে উপসর্গ ব্যবহৃত		যে অর্থে ব্যবহৃত
		উপসর্গ	যে ভাষার	
১	উপকর্ষ = কণ্ঠের সমীপে উপকূল = কূলের সমীপে	উপ	সংস্কৃত	সামীপ্য
২	প্রতিদিন = দিন দিন	প্রতি	সংস্কৃত	বিপ্সা (কোন কিছু বারবার হওয়া)
	প্রতিক্ষণে = ক্ষণে ক্ষণে	অনু	সংস্কৃত	
	অনুক্ষণ = ক্ষণে ক্ষণে	হর	উর্দু-হিন্দি	
	হররোজ = রোজ রোজ	ফি	ফারসি	
	ফি-বছর = বছর বছর ফি-হপ্তা = হপ্তা হপ্তা			
৩	নিরামিষ = আমিষের অভাব	নির	সংস্কৃত	অভাব
	নির্ভাবনা = ভাবনার অভাব			
	নির্জল = জলের অভাব			
	নিরুৎসাহ = উৎসাহের অভাব			
	বিশী = শ্রীর অভাব	বি	সংস্কৃত	
	গরমিল = মিলের অভাব	গর	আরবি	
	দুর্ভিক্ষ = ভিক্ষার অভাব	দুর	সংস্কৃত	
৪	হাভাত = ভাতের অভাব	হা	বাংলা	পর্যন্ত
	আলুনি = নুনের অভাব	আ	বাংলা	
	আসমুদ্রহিমাচল = সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত আপাদমন্তক = পা থেকে মাথা পর্যন্ত	আ	সংস্কৃত	

অব্যয়ীভাব সমাস		যে উপসর্গ ব্যবহৃত		যে অর্থে ব্যবহৃত
		উপসর্গ	যে ভাষার	
৫	উপশহর = শহরের সদৃশ	উপ	সংস্কৃত	সাদৃশ্য
	উপগ্রহ = গ্রহের তুল্য			
	উপবন = বনের সদৃশ	প্রতি	সংস্কৃত	
	প্রতিমূর্তি = মূর্তির সদৃশ			
	প্রতিচ্ছবি = ছবির সদৃশ			
৬	উদ্বেল = বেলাকে অতিক্রান্ত	উৎ	সংস্কৃত	অতিক্রান্ত
	উচ্ছ্বল = শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত			
		অতিমানব = মানবকে অতিক্রান্ত	অতি	সংস্কৃত
৭	প্রতিবাদ = বিরুদ্ধ বাদ	প্রতি	সংস্কৃত	বিরোধ
	প্রতিকূল = বিরুদ্ধ কূল			
৮	অনুগমন = পশ্চাৎ গমন	অনু	সংস্কৃত	পশ্চাৎ
	অনুধাবন = পশ্চাৎ ধাবন			
৯	উপগ্রহ, উপনদী	উপ	সংস্কৃত	ক্ষুদ্র অর্থে
১০	আনত = ঈষৎ নত	আ	সংস্কৃত	ঈষৎ
	আরক্তিম = ঈষৎ রক্তিম			
	নিমরাজি = ঈষৎ রাজি	নিম	ফারসি	
১১	পরিপূর্ণ	পরি	সংস্কৃত	পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে
	সম্পূর্ণ	সম	সংস্কৃত	
১২	প্রপিতামহ	প্র	সংস্কৃত	দূরবর্তী অর্থে
	পরোক্ষ = অক্ষির অগোচরে	পরা	সংস্কৃত	
১৩	প্রতিচ্ছায়া, প্রতিবিম্ব	প্রতি	সংস্কৃত	প্রতিনিধি অর্থে
১৪	প্রতিপক্ষ, প্রত্যুত্তর	প্রতি	সংস্কৃত	প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে

✍ পূর্বপদে 'যথা' থাকলে তা চিন্তা ছাড়া অব্যয়ীভাব সমাস হবে।

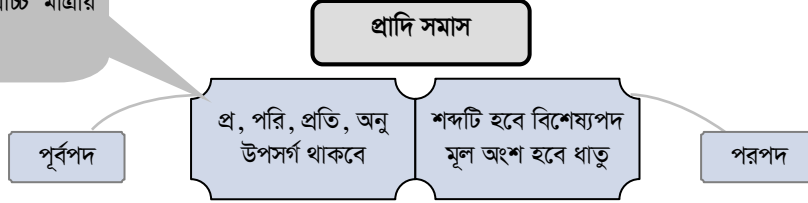
অব্যয়ীভাব সমাস		পূর্বপদে যথা আছে	যে অর্থে ব্যবহৃত
১৫	যথারীতি = রীতিকে অতিক্রম না করে যথাসাধ্য = সাধ্যকে অতিক্রম না করে এরূপ-যথাবিধি, যথাযোগ্য ইত্যাদি।	যথা কোন উপসর্গ নয়	অনতিক্রম্যতা

✍ ১৬. নিপাতনে সিদ্ধ অব্যয়ীভাব সমাস:

অব্যয়ীভাব সমাস		যে উপসর্গ ব্যবহৃত	
		উপসর্গ	যে ভাষার
সমক্ষ	= অক্ষির সমীপে	সম	সংস্কৃত
প্রত্যক্ষ	= অক্ষির অভিমুখে	প্রতি	সংস্কৃত
পরোক্ষ	= অক্ষির অগোচরে	পর	সংস্কৃত
অধ্যাত্ম	= আত্মাকে অধি (অধিকার অর্থে)	অধি	সংস্কৃত
অধিভূত	= ভূতকে অধিকার করে	অধি	সংস্কৃত
অধিদৈব	= দৈবকে অধিকার করে	অধি	সংস্কৃত
দুর্গত	= দুঃকে (দুঃখকে) গত	দূর	সংস্কৃত
প্রদক্ষিণ	= দক্ষিণকে প্রগত	প্র	সংস্কৃত

উল্লিখিত প্রধান ছয়টি সমাস ছাড়াও কয়েকটি অপ্রধান সমাস রয়েছে। প্রাদি, নিত্য, উপপদ ও অলুক সমাস সম্বন্ধে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।
এ সব সমাসের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় না। এ জন্য এ গুলোকে অপ্রধান মনে করা হয়।

পূর্বপদের 'প্র' প্রকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হবে। সর্বোচ্চ মাত্রায় ভালই হল প্রকৃষ্ট।



➤ **প্রাদি সমাস:** প্র, পরি, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তবে তাকে বলে প্রাদি সমাস।

উপসর্গ	প্রাদি সমাস	ব্যাখ্যা
প্র	প্রবচন = প্র(প্রকৃষ্ট রূপে) বচন	প্র + বচন (বিশেষ্য) এর মূল অংশ বচ (ধাতু)
	প্রভাত = প্র(প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত	প্র + ভাত (বিশেষ্য) এর মূল অংশ ভা (ধাতু)
	প্রবন্ধ = প্র(প্রকৃষ্ট রূপে) বন্ধ	প্র + বন্ধ (বিশেষ্য) এর মূল অংশ বন্ধ (ধাতু)
	প্রগতি = প্র(প্রকৃষ্ট রূপে) গতি	প্র + গতি (বিশেষ্য) এর মূল অংশ গম্ (ধাতু)
পরি	পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ	পরি + ভ্রমণ (বিশেষ্য) এর মূল অংশ ভ্রম্ (ধাতু)
অনু	অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ = অনুতাপ	অনু + তাপ (বিশেষ্য) এর মূল অংশ তপ্ (ধাতু)

✍ বন্ধুরা পূর্বপদে 'প্র' উপসর্গ থাকলে আপনারা প্রাদি সমাস উত্তর করবেন। তবে 'প্র' উপসর্গটি প্রকৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হতে হবে। অব্যয়ীভাব সমাসে 'প্র' উপসর্গ দিয়ে গঠিত সমাস পরীক্ষায় তেমন একটা আসে না।

নিত্য সমাস

➤ **নিত্য সমাস:** যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না কিংবা তা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয় তাকে নিত্য সমাস বলে।

✍ ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না

✍ পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে

✍ তদর্থ বাচক ব্যাখ্যামূলক শব্দ বা বাক্যাংশ যোগে এ গুলোর অর্থ বিশদ করতে হয়।

✍ **Exclusive::** পরপদে অন্তর, মাত্র বা টি থাকলে সমাসটি চিন্তা ছাড়া নিত্য সমাস হবে।

পরপদে অন্তর	পরপদে মাত্র	পরপদে টি
গ্রামান্তর = অন্য গ্রাম দেশান্তর = অন্য দেশ গ্রহান্তর = অন্য গ্রহ কালান্তর = অন্য কাল রূপান্তর = অন্য রূপ যুগান্তর = অন্য যুগ ধর্মান্তর = অন্য ধর্ম তবে তেপান্তর = তিন প্রস্তের সমাহার; যা দ্বিগু সমাস	লোকান্তর = অন্য লোক বাক্যান্তর = অন্য বাক্য উপায়ান্তর = অন্য উপায় স্থানান্তর = অন্য স্থান পাঠান্তর = অন্য পাঠ মতান্তর = অন্য মত দ্বীপান্তর = অন্য দ্বীপ	তন্মাত্র = কেবল তাহা জলমাত্র = কেবল জল দর্শনমাত্র = কেবল দর্শন মানুষটি = একটি মানুষ

✍ এছাড়া: (বিষাক্ত) কাল (যম) তুল্য (কাল বর্ণের নয়) সাপ = কালসাপ, তুমি আমি ও সে = আমরা, দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই।

যে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন

০১৭২২০৭৩৫৭৭

অভিযাত্রী গ্রুপ: <https://www.facebook.com/groups/ovizatribd/>